গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং- ৩৩.০০.০০০০.১০৭.২০.০১৩.২৪.২৬১

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয়: ২৮.১১.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি) এর সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি) এর সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে সভার কার্যবিবরণী।

০৫.১২.২০২৪

মোহাম্মদ আহম্মেদ আলী
উপসচিব
ফোন নং-২২৩৩৮১০০৭
E-mail: ds_budget@mofl.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর)।
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৬. যুগ্মসচিব (বাজেট-৬ অধিশাখা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
১০. অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।
১১. উপসচিব (মৎস্য-২ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. উপ-পরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৩. উপ-প্রধান, বন, মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিস্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৪. উপ-প্রধান, কৃষি, শিল্প ও শক্তি এবং সমন্বয় উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৫. রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারী কাউন্সিল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
১৬. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অফিস কপি।

২৮.১১.২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	এম এ আকমল হোসেন আজাদ সিনিয়র সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	:	২৮ নভেম্বর ২০২৪
সময়	:	বিকাল ২:৩০ টা
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এম এ আকমল হোসেন আজাদ সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সভাপতি উপস্থিত ও অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (পরিচালন ও উন্নয়ন) সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও নিরীক্ষা) কে অনুরোধ জানান।

০২। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও নিরীক্ষা) সভাকে অবহিত করেন যে, অর্থ বিভাগ হতে ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জারীকৃত সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (পরিচালন ও উন্নয়ন) পরিপত্রের আলোকে গত ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাজেট পরিপত্রে প্রস্তাবিত প্রাক্কলনের সঙ্গে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিরণী অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে অদ্যকার সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি, পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয় এই তিনটি অংশে সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন করা হয়। যার বিস্তারিত বিভাজন নির্ধারিত ছকে করা হয়েছে (পরিশিষ্ট খ ও গ)। অতঃপর সভায় পর্যায়ক্রমে তিনটি খাতের সংশোধিত প্রাক্কলন পর্যালোচনা করা হয়।

৩.০. রাজস্ব প্রাপ্তি: চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূল বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১০৫.২৩ কোটি টাকা। রাজস্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ রাজস্ব প্রাপ্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংশোধিত বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিগত ০৩ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তির ধারা পর্যালোচনা করে ২৮.৬৭ কোটি টাকার পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটে ২০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের অনুরোধ জানান। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাসের যৌক্তিকতা উল্লেখ করার পরামর্শ দেন। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বিএফডিসির আয়ের বিষয়ে সভাপতির প্রশ্নের জবাবে সভাকে জানান যে, বিএফডিসির নিজস্ব আয়ে ব্যয় নির্বাহ করে। তবে নিজস্ব আয় থেকে লভ্যাংশ সরকারকে দিয়ে থাকে, যা ইতোপূর্বে ৫.০০ লক্ষ টাকা ছিল। এক বছর আগে লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও নিরীক্ষা) সহমত প্রকাশ করেন। সভাপতি সকলকে রাজস্ব ও মূলধন প্রাপ্তি বৃদ্ধির বিষয়ে আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে রাজস্ব প্রাপ্তির সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে সভায় উপস্থিতগণ একমত পোষণ করেন **(পরিশিষ্ট-খ)।**

৪.০ পরিচালন ব্যয়: চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটে মোট বরাদ্দ রয়েছে ১৮৯৪৩০.০৪ লক্ষ টাকা। সভায় জানানো হয় যে, সংশোধিত বাজেটে প্রাক্কলিত চাহিদা ২১৭২৫২.৭২ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাবের কারণ হিসেবে উপসচিব (মৎস্য-২) জানান যে, বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মৎস্যজীবীসহ মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন এবং বিভিন্ন সময়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে ভিজিএফ (চাল) পরিমাণ পূর্বের বিভিন্ন কর্মসূচির ২০/২৫/৪০ কেজি হারের পরিবর্তে সকল ক্ষেত্রে ৫০ কেজি হারে সংশোধিত ভিজিএফ প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। ইতিমধ্যে জেলে প্রতি ৫০ কেজি হারে সংশোধিত প্রাক্কলন মাননীয় উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত ৫৬৩.৮১ কোটি টাকার অতিরিক্ত ২৭৭.৫১ কোটি টাকা প্রয়োজন।

৪.১ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও নিরীক্ষা) সভাকে অবহিত করেন যে, পরিপত্রে পরিচালন বাজেটের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ব্যতীত নতুন ৪১১১১০১- আবাসিক ভবন, ৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন এবং ৪১১১৩১৭-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় বন্ধ থাকবে; তবে চলমান নির্মাণ কাজ ন্যূনতম ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকলে অর্থ

বিভাগের অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। সে ক্ষেত্রে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ন্যায় কৃষি খাত হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৪.২ পরিচালন বাজেটের সংশোধিত প্রস্তাবনার উপর আলোচনাকালে উপসচিব (বাজেট) সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, মূল বাজেটের মধ্যে (পরিচালন ও উন্নয়ন) সীমাবদ্ধ বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিটের মধ্যে বরাদ্দ হ্রাস-বৃদ্ধি করার বিষয়ে iBAS++ সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট অপারেশনাল ইউনিটের বরাদ্দের অতিরিক্ত এন্ট্রি করা যাচ্ছে না মর্মে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা হতে জানানো হয়েছে।

৪.৩ যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে জানান, এ মন্ত্রণালয়ে ৩টি টিওএন্ডইভুক্ত মাইক্রোবাস রয়েছে। সবগুলো গাড়ি দীর্ঘ দিনের পুরাতন হওয়ায় মাঝে মধ্যে অকেজো হয়ে পড়ে। তাই, পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সমন্বয় করে ০১টি গাড়ি ভাড়ার ভিত্তিতে ও ১টি নতুন গাড়ি ক্রয় করা যাবে। এ জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না। পরিপত্রানুযায়ী, পরিচালন বাজেটের আওতায় ১০ বছরের অধিক পুরোনো টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্বাহ করা যায়।

৪.৪ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সভায় জানান যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গবেষণা কার্যক্রম এবং সেবা প্রদানের (নমুনা বিশ্লেষণ) জন্য ১.৪৬ কোটি টাকা সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত চাহিদা প্রয়োজন।

৪.৫ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ জানান যে, একাডেমীতে ০২ জন কর্মকর্তার পদ শূন্য থাকায় এবং ডেপুটেশনে নিয়োগ প্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার বেতন ও বাসা বরাদ্দ, ভ্রমণ ব্যয় এবং ক্রয় খাতে সাশ্রয় হওয়ায় ৩৭.৭৫ লক্ষ টাকা কম প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.৬ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার জানান, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, বিদ্যুৎ কন্ট্রিবিউশন টু সিপিএফ স্কিম-এর জন্য সংশোধিত বাজেটে মোট ১২.৮১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দে প্রস্তাব করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে কম বরাদ্দের কারণে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন। বাজেট স্বল্পতার কারণে বিগত অর্থবছরের বকেয়া ২.৬৬ লক্ষ টাকা চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ হতে পরিশোধ করা হয়েছে বিধায় বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যুৎ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।

৪.৭ মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রধানগণ জানান যে, পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হলেও সমন্বয় করে ব্যয়ের পরিমাণ মূল বাজেটের সমান রাখা হয়েছে। সকল সংস্থাই বিদ্যুৎ এবং গ্যাস ও জ্বালানী খাতে সংশোধিত বাজেটে ১০০% ব্যয়ের অনুমতির অনুরোধ জানান এবং বিগত সময়ের বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের বরাদ্দের অনুরোধ করেন।

৪.৮ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন অনেক খামার, হ্যাচারি ও ল্যাব রয়েছে এবং ল্যাবে কোটি কোটি টাকার ভ্যাকসিন ও গবেষণা সরঞ্জাম রয়েছে, যা বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে সাশ্রয়ের পরিবর্তে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

৪.৯ অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ) জানান যে, বিগত ০৩ (তিন) বৎসর যাবৎ একদিকে বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় হ্রাস/সংকোচনের কথা বলা হয়েছে; অন্যদিকে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করতে পারায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনেক অফিসের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

৪.১০ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানান যে, অর্থ মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৮০% ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা থাকায় মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একমত পোষণ করেন।

৪.১১ সভাপতি কৃষি খাত হিসেবে বিদ্যুৎ-এর বরাদ্দ ১০০% ব্যয় করার অর্থ বিভাগের নির্দেশনা শিথিল বিষয়ে অর্থ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, বিষয়টি নীতিগত সিদ্ধান্ত বিধায় আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মূল বাজেটের সময় ত্রিপক্ষীয় সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। সভাপতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দাবিকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পর অবশিষ্ট সময়ের জন্য কত টাকা প্রয়োজন তার হিসাব আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।